# আর-রাহীকুল মাখতূম

বিভাগ/অধ্যায়ঃ তৎকালীন আরবের ভৌগলিক, সামাজিক, প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থা (العَرَبُ، الأَرْضُ وَالشَّعْبُ، الحُكْمُ وَالْاِقْتِصَادُ، الدِّيَانَةُ)

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ আল্লামা সফিউর রহমান মোবারকপুরী (রহঃ)

সমসাময়িক আরবের বিভিন্ন রাজ্য ও নেতৃত্ব প্রসঙ্গ (الحُكْمُ وَالْإِمَارَةُ فِي الْعَرَبِ )

ইতোপূর্বে ক্বাহত্বানী ও আদনানীদের নিজ নিজ বাস্তুভিটা পরিত্যাগ করে যাওয়া সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে এবং এ সকল গোত্রের মাঝে যে আরব ভূ-খন্ড বণ্টিত হয়েছিল সে প্রসঙ্গও আলোচনা করা হয়েছে যে সবগুলো আরব রাষ্ট্রই সংগঠিত হয়েছিল এ সকল গোত্রের সমন্বয়ে। অধিকন্তু, তাঁদের নেতৃত্ব এবং দলপতিত্বের স্বরূপ এরূপ ছিল যে, যে সকল গোত্র হীরাহর আশপাশে বসবাসরত ছিল তাদেরকে হীরাহ বা ইরাক রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত ধরা হয়েছে এবং যে সকল গোত্র বাদিয়াতুস শামে বসতি স্থাপন করেছিলেন তাঁদেরকে গাসসানী শাসকদের অন্তর্ভুক্ত ধরা হয়েছে। এ সম্পর্কে যেভাবে যতটুকুই বলা হোকনা কেন, তা হবে শুধু কথার কথা। এ সকল গোত্র, উপগোত্র, তাঁদের বসবাস, দেশত্যাগ এবং দেশে পুনরাগমন সম্পর্কে কোন ঐতিহাসিক সূত্র কিংবা আলোচনাকেই চূড়ান্ত বলে গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

উপর্যুক্ত গোত্রসমূহ ছাড়া আরও যে সকল গোত্র দেশের অভ্যন্তরে বসবাস করত তাঁদের সম্পর্কেও কিছুটা আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। সকল দিক দিয়েই এ সব গোত্র স্বাধীন ছিল। এদের মধ্যে দলপতি ব্যবস্থা চালু ছিল। গোত্রের জনসাধারণ নিজেরাই তাদের দলপতি নির্বাচিত করত। তাঁরা নিজ গোত্রকে একটি ছোট রাষ্ট্র এবং গোত্রপতিকে রাষ্ট্রপ্রধানের মর্যাদা প্রদান করত। গোত্রীয় রাষ্ট্রের অস্তিত্ব, স্থিতিশীলতা ও অখন্ডতা, সার্বভৌমত্ব, গোত্রটি জনগণের নিরাপত্তা, বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করা ইত্যাদি সব ব্যাপারেই গোত্রীয় সম্মিলিতভাবে কাজ করত।

যে কোন গোত্র সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে যুদ্ধ ঘোষণা, যুদ্ধ পরিচালনা কিংবা সন্ধি-চুক্তি সম্পাদন করতে পারত। যুদ্ধ কিংবা শান্তি যে কোন অবস্থাতেই গোত্রের লোকজনকে গোত্র পতির নির্দেশ মেনে চলতে হতো, কোন অবস্থাতেই তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করা চলত না। এমনকি কোন কোন দলপতির অবস্থা এমনটিও হতো যে, যদি তিনি রাগান্বিত হতেন তাহলে তৎক্ষণাৎ সহস্রাধিক তলোয়ার কোষমুক্ত হয়ে যেত। সে ক্ষেত্রে জিজ্ঞাসার কোন অবকাশই থাকত না যে গোত্রপতির রাগান্বিত হওয়ার কারণটি কী?

কোন কোন ক্ষেত্রে আবার নেতৃত্বের প্রশ্নে দলপতির চাচাত ভাইদের সঙ্গে রেষারেষি এবং দ্বন্ধও শুরু হয়ে যেত। এ কারণে দলপতিকে কতগুলো নিয়ম বিধি মেনে চলতে হতো। সেগুলো হচ্ছে যথাক্রমে:

১. স্বগোত্রীয় লোকজনদের সঙ্গে কথাবার্তা এবং আলাপ আলোচনার ক্ষেত্রে দলপতিকে সংযমের পরিচয় দিতে হবে এবং উদার মনোভাব অবলম্বন করতে হবে।

২. রাষ্ট্রীয়- অর্থ সম্পদ ব্যয় করার ব্যাপারে তাঁকে মিতব্যয়ী হতে হবে। কোনক্রমেই তিনি প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করবেন না।

৩. মেহমানদারী করার ব্যাপারে তাঁকে অগ্রনী ভূমিকা পালন করতে হবে।

৪. কাজকর্মের ক্ষেত্রে তাঁকে অবশ্যই দয়া ও ধৈর্যশীলতার সঙ্গে কাজকর্ম করতে হবে।

৫. গোত্রীয় বীরত্বের প্রতিভূ হিসেবে তাঁকে বীরত্বের বাস্তব নমুনা প্রদর্শন করতে হবে।

৬. যে কাজ করলে লজ্জিত হতে হবে এমন সব কাজকর্ম করা থেকে তাঁকে বিরত থাকতে হবে।

৭. সাধারণ লোকজনদের দৃষ্টিতে একটি কল্যাণমুখী সমাজ এবং বিশেষভাবে কবিগণের দৃষ্টিতে একটি সুন্দর ও চরমোৎকর্ষের পথে অগ্রসরমান সমাজ জীবনের জন্য অব্যাহতভাবে কাজ করে যেতে হবে। কবিগণকেই সমাজের মুখ্য মুখপাত্র মনে করা হতো। এভাবে গোত্রপতিকে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীগণের তুলনায় উচ্চাসন বা উচ্চ মর্যাদা লাভের জন্য বিধিবদ্ধ আচরণ ধারার অনুসরণের অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে ন্যায়ভিত্তিক জীবন যাপন করতে হতো।[1]

দলপতিগণের নিকট থেকে সমাজ যেমন অনেক কিছু আশা করত, অপরপক্ষে তেমনি আবার সমাজ দলপতিগণের জন্য কিছু কিছু সুযোগ সুবিধারও ব্যবস্থা করত। সে সম্পর্কে জনৈক কবি তাঁর ছন্দ-সৌকর্যের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন:

لك المِرْبَاع فينا والصَّفَايا ** وحُكْمُك والنَّشِيْطة والفُضُوْل

"আমাদের নিকটে তোমার জন্য গণীমতের সম্পদের এক চতুর্থাংশ ('১/৪) এবং যা তুমি পছন্দ করবে এবং সেই মাল যার তুমি মীমাংসা করবে এবং বিনা পরিশ্রমে অর্জিত সম্পদ এবং বিলিবন্টন থেকে যা অবশিষ্ট রয়ে যাবে।"

মিরবা' : মালে গণীমতের এক চতুর্থাংশ (১/৪)

সফী : ঐ সম্পদ যা বন্টনের পূর্বেই দলপতি নিজের জন্য নির্ধারিত করে রাখেন।

নাশীতাহ : এ সম্পদ যা মৌলিকস্তর অর্থাৎ সাধারণ লোকজনের নিকট পৌঁছার পূর্বেই পথিমধ্যে দলপতি গ্রহণ করেন।

ফুযূল : ঐ সম্পদ যা গাজীদের সংখ্যানুপাতে বন্টন করা সম্ভব না হওয়ার কারণে অবশিষ্ট থেকে যায়। বন্টনের পর অবশিষ্ট উট ঘোড়া ইত্যাদি সম্পদ দলপতিগণের প্রাপ্য হয়ে থাকে।

## ফুটনোট

[1] ইবনে হিশাম ১২৯, ১৩২, ১৩৭, ১৪২, ১৭৮ ও ১৭৯ পৃষ্ঠা।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=6052

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন